Name of the study area: Mirzapur.
Data Type: IDI with Commercial poultry farm worker.
Length of the interview/discussion: 41:02
ID: Commercial poultry farm_Momota_14Oct 17
Interviewer name: Abdullah Al Masud
Transcribed/translated by: Abdullah Al Mamun.
Demographic Information:

Name	Age	Education	Income	Address
Momotaj	35	Seven	15000	

প্রঃ আসসালামু আলাইকুম আপা

উঃ ওয়ালাইকুম আসসালাম

প্রঃ আমি আব্দুল্লাহ আল মামুন কলেরা হাসপাতাল থেকে আসছি। আর আমার নাম হচ্ছে মাসুদ। আচ্ছা আপা আমরা তো আপনার একটা সংক্ষিপ্ত সাক্ষাতকার নিবো, তো আপনার কথাটা আমরা রেকর্ড করতেছি, কোনো আপত্তি নাই তো?

উঃ না।

প্রঃ আচ্ছা আমরা মূলত এই পোল্ট্রি ফার্মের উপরে কাজ করতেছি, পোল্ট্রি ফার্মে যারা পোল্ট্রি ব্যবসা করে বা মুরগি পালে, তারা কিভাবে পালতেছে কিভাবে কি করতেছে না করছে এই বিষয়গুলো আমরা জানবো

উঃ হ্যা।

প্রঃ তো এটাই আর কি, তো রেকর্ড করতেছি কোনো অসুবিধা নাই তো?

উঃ না না।

প্রঃ আচ্ছা আপা আপনার নামটা কি?

উঃ মমতাজ

প্রঃ মমতাজ, আপা বয়স কত আপনার?

উঃ ৩০-৩৫ হবো না

প্রঃ পড়াশুনা করছেন কতটুকু?

উঃ ক্লাস সেভেন

প্রঃ আচ্ছা তো আপা এই যে এই পোল্ট্রি ব্যবসা যে করতেছেন, কতদিন যাবৎ?

উঃ ১৮-২০ বছর হবে।

প্র: আচ্ছা আচ্ছা এই যে আপনার ফার্মে কতগুলো মুরগি আছে?

উ: ৫০০।

প্র: আচ্ছা এই ফার্মে আপনার মেইন দায়িত্বটা কি, আপনি কি কি করেন এই ফার্মে?

উ: আমি সব কাজেই করি, দেখাশুনা খাওয়া দাওয়া, পানি টানি সবকিছুই আমি করি।

প্র: আর কি কি করেন, মানে এগুলো ছাড়া আর কিছু?

উ: আর কি হলো যেমন হলো ঐ যে ভূসি পাল্টানো লেয়ার গুলা এগুলা সব কিছু চেঞ্জ করা লাগলে সব আমি করি।

প্র: মানে এই ফার্মের যাবতীয় সবকিছু আপনিই করেন?

উ: আমিই করি সবকিছু।

প্র: আচ্ছা আচ্ছা এই মুরগিকে যে খাবার খাওয়ান, এই খাবারটা আসলে কোথা থেকে কেনেন?

উ: এটা নাম তো বলতে পারলাম না, ঐ যে আবতারা একটা ই আছে না ঐ যে

প্র: আফতাব ফিড

উ: হ হ ফিড এইটা আনি আমরা

প্র: আচ্ছা মানে আফতাব ফিড খাওয়ান?

উ: হ্যা এইটাই খাওয়াই

প্র: আচ্ছা আচ্ছা আপনার ঐ যে মুরগিগুলোকে আপনি মনে করেন ভালো রাখার জন্য বা স্বাস্থ্যবান রাখার জন্য মানে কি কি করেন?

উ: স্বাস্থ্য রাখার লাইগা মনে করেন গরমের দিন থাকলে অনবরত ফ্যান চালান লাগে একটু, বয়স ২০। ২০-২২ দিন হইলে ফ্যান চালান লাগে।

প্র: আচ্ছা

উ: ঠান্ডার ঔষুধ দেই ভিটামিন দেই, ভিটামিন এই যে এখন খাওয়াইছি, এখন আর খাওয়াবো না আর ওটা।

প্র: আচ্ছা

উ: ভিটামিন দিছি, এডাই ভিটামিন দিলাম এইডা

প্র: এই হাস-মুরগি পালার জন্য আপনার কোন দিকটার দিকে নজর রাখা খুব বেশি জরুরী বলে মনে হয়?

উ: অসুস্থ হয় এগুলা, এইটা জানলে আমরা হলো রোগ জীবানু হয় কিনা এইটা আমার দেখা জন্য বেশি হলো প্রয়োজন।

প্র: মানে রোগ বালাই হয় কিনা সেটা খেয়াল রাখা

উ: এটার নজর রাখার বেশি দরকার আমার

প্র: বেশি দরকার

উ: হ আমি সবকিছু

প্র: আচ্ছা আপনার এই যে

উঃ পায়খানা কেমন এইটাও দেখতে হয়

প্রঃ আচ্ছা এই যে বাচ্চা যে আনছেন, এটা বাচ্চাটা কোথা থেকে কিনছেন আপনি?

উঃ কাজী ফার্ম আছে না ঐটা

প্রঃ কাজী ফার্ম থেকে

উঃ কাজী

প্রঃ মানে ওনারা কি এখানে দিয়ে গেছে নাকি আপনি গিয়ে নিয়ে আসছেন?

উঃ আমি যায়া তো আনি নাই এইটা মনে করেন যে কাশেম আছে না, আমাদের এই যে খাবার খাদ্য যে আনে ব্যবসা করে, ডিলার যে সেই বাচ্চাটা আমাদের দেয়।

প্রঃ কাশেম কোথায়?

উঃ কাশেম হলো জুগুরগো পাড়ের এই যে বাজারে হলো এই মীর দে্ওহাটা বাজারে হলো

প্রঃ মীর দে্ওহাটা বাজারে, মানে উনি এই আফতাব ফিডের ডিলার?

উঃ হ

প্রঃ নাকি, আচ্ছা সরি আমান ফিড, আচ্ছা আমান ফিডের ডিলার, তো উনি আপনাকে বাচ্চা এনে দেয়?

উঃ হু হে বাচ্চাও আইনা দেয় সে।

প্রঃ মানে আপনারে কষ্ট করে যাওয়া লাগে না?

উঃ না আনোন লাগে আমারে বাজার থাইকা, খালি ঐ বাজারে থাইকা যে এইটুকু আমার হলো দায়িত্ব।

প্রঃ আচ্ছা বাজার থেকে এই পর্যন্ত ভ্যান ভাড়া দায়িত্ব আপনার?

উঃ আমার

প্রঃ আচ্ছা এই যে ধরেন আরো তো অনেক কোম্পানীর মুরগি পাওয়া যায়?

উঃ হু

প্রঃ এর মধ্যে কাজীটা কেনো নিচ্ছেন, নারিশ আছে তারপর আরো অনেক কোম্পানী আছে?

উঃ আমি অহন কাজী মনে করেন যখন শুরুত থেকে আমি যে পোল্ট্রি করছি, তখন আমার এই কাজীটাই মনে করেন আমার ভালো ই দিছে, সার্ভিস আমার ভালো, আরো মনে করে কাজী হলো সবচাইতে ভালো।

প্রঃ কাজীটাই প্রথম থেকে ব্যবহার করতেছেন?

উঃ হ আমি প্রথম থাইকাই কাজী বাচ্চা আনি, আমি যখন থাইকা এটার হলো বাচ্চা যখন মুরগি পালা ধরছি তখন থাইকাই আমি হলো মনে করেন কাজীই আনি।

প্রঃ তখন থাইকাই কাজী নেন, আচ্ছা

উঃ প্রথম থাইকাই

প্রঃ তো এই এ্যা.. আচ্ছা তো এই এখন কি ফিড খাওয়াচ্ছেন?

উঃ আমান

প্রঃ তো আমান ছাড়া আর অন্য কোনো ফিড কখনো খাওয়াইছেন?

উঃ আগে খাওয়াইতাম কাজীরটাই আছিলো।

প্রঃ কাজীটাই খাওয়াইতেন, এখন আবার আমানের

উঃ অহন এই ঐটা বাদ দিয়ে আবার এটা খাওয়াইতাছি, এটা খাওয়ানে জানি বাচ্চার রোগ বালাই না জানি কম দেখা যায়

প্রঃ কম দেখা দিচ্ছে, কাজীটা কি ভালো ছিলো না?

উঃ এটা হইলো পাতলা পায়খানা বেশি সমস্যা দেখা দিতো দেইখা পরে আবার এই আমরা এই এইলা খাবারডা চেঞ্জ করছি।

প্রঃ খাবারটা চেঞ্জ, এখন কি রকম ফলাফল দেখতেছেন?

উঃ অন মোটামুটি ভালোই, অন কোনো রোগ বালাই কম হয়।

প্রঃ রোগ বালাই কম হচ্ছে আচ্ছা, তো রোগ বালাই কম হচ্ছে। আচ্ছা, তো এমনি ঔষুধ পত্র কি খাওয়াইতে হয়, কোত্থেকে কিনেন এগুলো?

উঃ এগুলো হইলো এই যে কাশেম যে ও হেই আনে, হেন থেকে আমরা আনি, ডিলারের থে আনি।

প্রঃ ও ডিলারের কাছ থেকে সব কিছু নিয়ে আসেন?

উঃ সব কিছু আনি, যখন যেটার হলো ও ঐ যে মনে করেন যে যে সময় যে সমস্যা দেখা দেয়, তখন হের কাছে যায়া আলাপ করলেই হে আবার দিয়ে দেয় আমারে।

প্রঃ তো ঐটা কে করে আপনি, না আপনার স্বামী যায়?

উঃ আমার স্বামী আইনা দেয়, আমি হইলো যে ভাবে ব্যবহার করতে হয় আমিই করি।

প্রঃ আচ্ছা তো ঐখানে গিয়ে কাশেম ভাইকে কি বলেন, যে মুরগির কি কি সমস্যা, কিভাবে বলেন?

উঃ যে সমস্যা হয় এইটা আলাপ করলেই সে হলো দিয়ে দেয়, আমাদের কাছে।

----------**(০৫:০০ মিনিট সম্পন্ন)**----------

প্রঃ মুরগি দেখাইতে হয় না শুধু মুখে মুখে বলেন, পরে দিয়ে দেয়?

উঃ আলাপ করলেই হে বুঝতে পারে।

প্রঃ বুঝতে পারে যে কি আচ্ছা, তো কখনও কি ঐ কাজী ফার্ম থেকে কোনো ডাক্তার বা এরকম কাউকে পাঠাইছিলো বা

উঃ আসে

প্রঃ ডাক্তারের সাথে কথা বলছেন?

উঃ হ ডাক্তার আইসা সরাসরি দেইখা যায়।

প্রঃ দেখে যায়?

উঃ হ

প্র: কাজী ফার্মের?

উ: কাজা ফার্মে থাইকা আসে

প্র: তো ওনাদেরকে আপনারা ফোন দেন নাকি ওনারা নিজেরাই আসে?

উ: নিজেরাই কোম্পানীত থাইকা লোকে আইসা আইসা দেইখা যায় মাঝে মধ্যে আইসা

প্র: কতদিন পরপর?

উ: ঐ প্রতি ব্যাচেই মনে করেন হলো ৩০ দিনে মনে করেন দুই বার একবার কইরা আসে।

প্র: দুই বার একবার কইরা আসে, তো অসুখ বিষুখ হইছে কিনা এগুলো চেক করে, চেক করে কি করে?

উ: হ চেক করে সবকিছু দেইখা সব লেইখা টেইখা নিয়া যায় কি কি ঔষুধ লাগলে লাগে, আর যদি আমাগো সমস্যা থাকে তাইলে আমরা মনে করেন যে হেরা দেইখা যায় তারপরেও যদি বলি যে এই রকম এই রকম সমস্যা পায়খানা এই রকম হইছে, মনে করেন হেরা ঔষুধ আবার লেইখা দিয়ে যায়।

প্র: আচ্ছা তো এই যে খাবার যে খাওয়াচ্ছেন খাবারের সাথে পরিপূরক কোনো খাবার খাওয়াচ্ছেন এক্সট্রা ধরেন যেটা ভালো হবে, মানে

উ: আর কোনো এইডা ঐটা খাওয়াইলেই হয়।

প্র: শুধু ফিড খাওয়াচ্ছেন, কিন্তু অনেকে দেখি যে ঐ যে আপনার আরো কিছু এ্যাডিটিভ বলে, এরকম পাউডার মিক্সড করে খাওয়ায়, যাতে মুরগিটা

উ: না আমরা ওগুলা কিছুই খাওয়াই না।

প্র: তো ভিটামিন টিটামিন তো খাওয়ান?

উ: না ভিটামিন খাওয়াই হ্যা ভিটামিন তো ছোট কালে খাওয়ায়, আর বড় হলে খাওয়াই।

প্র: আচ্ছা ভিটামিন কি পানির সাথে দিতে হয়?

উ: হ পানির সাথে এইটা মিক্সার করে

প্র: আচ্ছা

উ: ঠান্ডার ঔষুধও পানির সাথে মিক্সার করে।

প্র: তো কি কি ধরনের ভিটামিন দিচ্ছেন এখন?

উ: একটা হলো ই আছাল, ওটার নাম যেন কি এখন তো মনে নাই, এডিনিল এডি এডি।

প্র: এডি আচ্ছা আচ্ছা তো এই যে মুরগির অসুখ বিসুখের কথা বলতেছেন

উ: এই এডি দেই ভিটামিন না, এটার নাম হলো এডি আর হলো ঠান্ডার ঔষুধ খাওয়াই ঐটা হলো সিপ্রোসল

প্র: সিপ্রোসল?

উ: হ

প্র: ঐটা কি সিপ্রোসিন?

উঃ হ ঐ সিভলোসল

প্রঃ আচ্ছা সিপ্রোসল আচ্ছা তো ও.. কি কি ধরনের অসুখ বিসুখ বেশি হয় সাধারনত?

উঃ পাতলা পায়খানা দেখা দেয় বেশি সমস্যা, আর হলো ঐ আমাশার জরুরী একটা রোগ আছে ঐটা বেশি ধরে।

প্রঃ মানে পাতলা পায়খানা হলে কি মুরগি পাতলা পায়খানা করে নাকি?

উঃ পাতলা পায়খানা করে, পানি পরে

প্রঃ তো ঐটা হলে মুরগি বাচেনা নাকি?

উঃ বাচে এই যে ওজন কমায় ঐটা হলো পায়খানা মানুষের শরীল দূর্বল হয়ে যায় না

প্রঃ আচ্ছা আচ্ছা ঐ রকম মুরগিও

উঃ স্যালাইনের অভাবে ঐ রকম আমরাও যেমন ঐটারে খাওয়াই, অনেক কিছু খাওয়াই ঔষুধটি খাওয়ালে ঐটা ঠিক হয়ে যায়।

প্রঃ আচ্ছা তো এই মুরগির যাতে অসুখ বিসুখ না হয় বা কম হয় তার জন্য আপনি মানে যেমন মানুষের যে রকম আছে যে অসুখ বিসুখ যাতে না হয়, তার জন্য আমরা আগে থেকেই কিছু প্রতিষেধক নিয়ে রাখি, টিকা টুকা দেই বা ধরেন কিছু ই করি

উঃ হ আছে টিকা দেই একটা হলো ঐ যে চোখে ড্রপ দেই।

প্রঃ চোখে ড্রপ, প্রত্যেকটা ধরে ধরে দিতে হয়?

উঃ হ ধরে ধরে প্রত্যেকটার দিতে হয় চোখে।

প্রঃ তো এইটা ঝামেলা মনে হয় না এতগুলো মুরগি?

উঃ না সমস্যা হয় না, এক ঘন্টা লাগে দিতে।

প্রঃ আচ্ছা

উঃ ৫০০ মুরগির এক ঘন্টা লাগে

প্রঃ তো কি ড্রপ ঐটার নাম কি?

উঃ ড্রপের তো নাম মনে নাই

প্রঃ নাম মনে নাই আচ্ছা, ঐটা একটা টিকা না?

উঃ হ্যা ঐটা টিকার মতো

প্রঃ আচ্ছা আর কি কি ধরনের অসুখ বিসুখ হয়?

উঃ তাও তিন বার দিতে হয় বয়স তিন দিনের দিতে হয় আবার হলো ৮-৯ দিনে একটা দিতে হয়, আবার হলো ১৮ দিনের দিন ১৮ দিনে একটা দিতে হয়।

প্রঃ ১৮ দিনে একটা দিতে হয়।

উঃ ৩ বার করে দিতে হয় এটা

প্রঃ আচ্ছা তো এমনি ধরেন টিকা একটা বললেন আর অন্যান্য রোগ থেকে ভালো রাখার জন্য কি করেন?

উ: আর অন্যান্য রোগ যদি সে হলো হেডা যদি হলো হয়, তাহলে মনে করেন যে হেডা সাজেশন নিয়া তাহলে ডাক্তারের নগে আলাপ করে ঐটা ঔষুধ দেওয়া

প্র: আচ্ছা তো ধরেন আপনি ৫০০ মুরগি আছে, তার মধ্যে ২-৩ টার মধ্যে দেখলেন কোনো একটা অসুখ আছে, তখন কি করেন?

উ: তখন ঐটারে মনে করেন যে বাইরে রাখার ই করি, ঐটারে

প্র: আলাদা আলাদা করে রাখেন

উ: আলাদা রাখতে হয়

প্র: তারপরে

উ: তারপরে রাইখা ঐটারে ঔষুধ আলাদা দিতে হয়।

প্র: ঐ দুই তিনটারে ঔষুধ দেন না সবগুলাকে দিতে হয়?

উ: সবগুলারে দেই তাও কিন্তু ঐ দুই তিনটারে আলাদা দেই।

প্র: আচ্ছা ঐ দুইটাকে এগুলোর সাথে মেশান না কিন্তু ঔষুধ সবগুলোকে দেন?

উ: না তখন সমস্যা না দেখা দিলে আর সবগুলোরে আর খাওয়াই না

প্র: এখন একটা দুইটা হইছে বা ৫-৬ টা হইছে, আপনি চিন্তা করতেছেন যে বাকি গুলোর যদি হয় তখন কি করেন?

উ: বাকি গুলোর হলে তখন তাহলে সবটারে আলাদা কইরা ফেলাই।

প্র: আচ্ছা

উ: ঐটা যাতে না হয় সমস্যা হের লাইগা, ই করে আলাদা করে রাইখা দেওয়া হয়।

প্র: আচ্ছা আচ্ছা তো কি করলে সাধারনত অসুখ বিসুখ কম হয় মনে হয় আপনার?

উ: সাধারনত কি করলে অসুখ বিসুখ কম হয়, মনে করেন যদি ভিজায় থাকে ঐ যে ভূসি কাঠের ভূসি দেওয়া হয়, ঐটা ভিজা থাকলে সমস্যা বেশি দেখা দেয়, শুকনা থাকপো সমস্যা থাকপো না, কাঠের ভূসিটা আমরা মনে করেন ঘন ঘনই পাল্টাই।

প্র: পাল্টায়ে কি ঐটা ফেলায়ে দেন নাকি ঐটা তুলে রোদ দেন?

উ: ঐটা ফেলায় দেওয়ান লাগে, আবার নতুন করে দেই।

প্র: ঐটা ভিজে যায় কেমনে, নিচে থাইকা পানি ওঠে নাকি?

উ: না মুরগির সমস্যার থাইকা হয় ।

প্র: মুরগি পায়খানা বেশি করে এই জন্য?

উ: হ পায়খানা বেশি করে আবার পাতলা পায়খানা হয়, পানি বেশি পরে তখন ঐটা যেমন ভিজে ওঠে, তখন ঐটারে একবারে বাতিল। ফালাই দেই। আবার গ্যাস হয় মনে করেন মুরগির পায়খানায় গ্যাস যায় গা, মুরগি অসুস্থ হয়, এই কারনে ঘন ঘন পাল্টাইলে আর কোনো অসুস্থ হব না।

প্র: আচ্ছা তার মানে ভালো রাখার জন্য একটা ই হচ্ছে নিচের বেডটাকে সবসময় শুকনা রাখতে হবে (অপ্রাসঙ্গিক কথা ০৯:৪৪ থেকে ১০:০৫)

----------(১০:০০ মিনিট সম্পন্ন)----------

আচ্ছা তো এই যে অসুখ বিসুখ হইলে আপনি বললেন যে ঐ কাশেমের ঐখানে যান, কাশেমের ঐখান থেকে তারপরে

উ: সমস্যা বললেও ঔষুধ দেয়, আর নিজেরাও কিছু সমস্যা বুঝি তখন আবার ঔষুধের নাম তো জানি, তখন যে নিজেরাও এই হলো মির্জাপুর থেকে আনি

প্র: মির্জাপুরে

উ: পাওয়া যায় না অনেক।

প্র: এখানে অনেক ঔষুধ পাওয়া যায় না?

উ: পাওয়া যায় না বলে মির্জাপুর থেকে আনি নয় ঐ কালিয়াকৈর থেকে আনি আমরা আনি ঐগুলা আবার ব্যবহার করি

প্র: কে আপনার হাজভেন্ট গিয়ে নিয়ে আসে?

উ: হ

প্র: আচ্ছা তো আর একটা জিনিস আমাকে বলেন যে অনেক সময় আছে, যে কিছু সময় মুরগির খুব অসুখ বিসুখ হয়, ধরেন একেবারে খামারের পর খামার এরকম অনেক অসুখ হয়

উ: হ অনেকের এ রকম সমস্যা

প্র: তো এরকম যখন হয়, যখন দেখতেছেন আশেপাশের কোনো খামারে অনেক মুরগি মারা যাচ্ছে, তখন আপনি নিজে কি করেন?

উ: তখন নিজে কি করি ঐটার হলো সতর্ক থাকতে হয়, ঐটার একটা ঔষুধ আছে ঐটা খাওয়াইতে হয়।

প্র: কি ঔষুধ সেটা?

উ: সেটার নাম জানি না, এখন ওগুলা হয় না অনেক দিন ধইরা

প্র: আচ্ছা এইটা

উ: ঐলারে গাম্বুরু রোগ কইতো আগে।

প্র: গাম্বুরু

উ: হ হ ঐটা হইতো, এখন কিন্তু হে সমস্যা নাইক্যা, মুরগির হইলো সমস্যা হেটা হয় না।

প্র: আচ্ছা তো গাউট টাউট হয় না বর্ষাকাল নেমে গেলে তো গাউট হয় সব মুরগির?

উ: না হয় না কত বছর ধরে ৪-৫ বছর ধরে দেখি না।

প্র: আচ্ছা বার্ডফ্লু টাডফ্লু এগুলো?

উ: না বার্ডফ্লু এগুলো হয় না, এখন আমাগো এ অঞ্চলেই নাই, এলাকায় নাই।

প্র: এখন এই এলাকায় নাই?

উ: না

প্র: তো ঐ বার্ডফ্লু হওয়ার মূল কারন কি ছিলো মনে করতে পারেন, মানে কেনো হইতো আসলে বার্ডফ্লু?

উ: বার্ডফ্লু এইটা কি কারনে হয় গো (হাসি দিয়ে) বার্ডফ্লু হয় এইটা আমি হুনছি, ঐ যে একটা সরকারী ডাক্তার আইছিলো না হেই কইছাল যে বইসা কয় যে বার্ডফ্লু মনে করেন এই যে ই গরু বাছুর আর এই যে দেশি মুরগিগুনা আছেনা এই যে হাস-মুরগিগুলো পোল্ট্রির কাছাকাছি আসে, এগুলোর মধ্যে রোগ জীবানু ছড়ায় বেশি, আর ভিতরে ঢোকে তাহলে হলো বার্ডফ্লু হয়। ঐযে ই হলো হাস-মুরগি পালে যে বাইরে মুরগি গুলা, ওগুলা যদি পেল্ট্রির কাছাকাছি আসে ঘোড়া ঘুড়ি করে, তাহলে মনে করে ঐটা থেকে বলে রোগ জীবানু ছড়ায়।

প্র: আচ্ছা আচ্ছা

উ: ওরা তো বাহিরের খাবার খায়

প্র: হু হু

উ: তাই হলো গিয়া রোগ জীবানু ছড়ায়, ঐটা পোল্ট্রির ভিতরে নেওয়ান নাগে না ফার্মের ভিতরে।

প্র: তো ধরেন আপনার এই যে এতো বছর ধরে ই করতেছেন, কখনো এই রকম কোনো রোগ হইছে যে সমানে মুরগি মারা যাচ্ছে?

উ: না

প্র: বা অনেক মুরগি মারা গেছে এ রকম হইছে?

উ: না না

প্র: কখনই অনেক মুরগি মারা যায় নাই?

উ: না অনেক আগে তো হলো ওখানে পোল্ট্রি থাকতো অনেক আগে তাও হেডা এই অনেক আগে ১৫ বছর আগে, তখনই তো, ওখন হলো মনে করেন যে ১০-১২ বৎসর

প্র: তখন কি হইছিলো একটু বলবেন তখন কি হইছিলো?

উ: তখন ঐ রোগলা ঐলা খালি না ঝুইমা ঝুইমা হইলো বাচ্চাগুলো খালি মইরা যাইতো

প্র: তখন কি করতেন আপনি কি করছিলেন?

উ: তখন হইলো অনেক পদে ঔষুধ লেইখা লেইখা দিতো ডাক্তার নগে, হেগো যে সার্জেন ডাক্তার আইছিলো তাগো লগে যোগাযোগ কইরা এই ঔষুধগুলা আনতো মোবাইলের মাধ্যমে। হেই সময় আমার হলো ভাসুরে ই করতো এইটা

প্র: আচ্ছা তো আর একটা জিনিস বলেন তো যে মুরগির বাচ্চা কতদিন বয়সে আপনারা মানে কতদিন হইলে এগুলো মার্কেটে ছাড়েন?

উ: ৩০-২৮, ৩০ দিন হইলে আমরা

প্র: ২৮-৩০ দিনে ওজন কতটুকু হয় সাধারনত?

উ: ২ কেজি আড়াই কেজি হয়ে যায় গা

প্র: আড়াই কেজিও হয়ে যায়? আচ্ছা আচ্ছা তো এই যে এ্যা.. বাজারে ছাড়ার আগে কোনো কিছু করতে হয়?

উ: না এমনে আর কিছু করতে হয় না।

প্র: তো এই ঔষুধটা যে শুরু করেন, ঔষুধটা তো হচ্ছে আনার পর থেকেই বাচ্চাদেরকে ঔষুধ দিতে হয়?

উ: হু

প্র: তো এইটা কতদিন পর্যন্ত চলে?

উ: ওটা মনে করেন যে এই যে এহন আনছি, ঠান্ডার সমস্যা দেখলে পরে ঐটা দিলে পরে এক দুই ওয়াক্ত তিন ওয়াক্ত তিনদিন খাওয়াইলে ঐটা কাইটা যায় গা, ঐটারে আর খাওয়াইতে হয় না, দুই চার আষ্টদিন আর সমস্যা হয় না ওটা

প্র: কিন্তু সবসময় ঔষুধ খাওয়ানো

উ: সবসময় ঐটা খাওয়াইতে দরকার নেই

প্র: আচ্ছা তো এই যে বিক্রির আগ দিয়ে তখন কি ঔষুধ চলতে থাকে নাকি?

উ: না না বিক্রির আগ দিয়ে ঔষুধ কিছু খাওয়াই না, এই যে কতদিন খালি সাদা পানি খাওয়ামো

প্র: সাদা পানি

উ: পানি আর ঐ খাবারটা, মনে করেন ২০-২২ দিন পরে আর কোনো ঔষুধে দেওয়া হয় না

প্র: তখন কি আর ঔষুধ লাগে না নাকি?

উ: না না ঐ সাদা পানিতেই হয়, শুধু টিউবওয়েলের সাদা পানি

প্র: টিউবওয়েলের সাদা পানি, আচ্ছা

উ: তাও ঐ আয়রন ওয়ালা পানি খাওয়াই না, আয়রন ওয়ালা পানি খাওয়ান যাইবো না।

প্র: তো আয়রন ছাড়া পানি পান কই?

উ: ভালোটা ঐ যে টিউবওয়েলের ভালোটা।

প্র: আচ্ছা আচ্ছা

উ: মনে করেন ১৮০ ফুট / ১৮৫ ফুট টিউবওয়েল গাড়া হইছে, পানি ভালো ওঠে। আর্সেনিক মুক্ত আমাগো টিউবওয়েল। আর্সেনিক মুক্ত পানি সবসময় ব্যবহার করতে হয়।

প্র: আচ্ছা আর একটা জিনিস আমাকে একটু বলে যে এই যে ধরেন শীতকালে আমরা যখন মানুষ শীতকালে যখন আমরা একেক ভাবে চলি, গরমকালে আবার এক রকম চলি, তো মুরগি পালার ক্ষেত্রে শীতকালে বা গরমকালে পালার ক্ষেত্রে কোনো পার্থক্য আছে যে পরিচর্যা বা পালার ক্ষেত্রে বা ঔষুধ টৌষুধের ক্ষেত্রে?

উ: ঔষুধ টোষুধের নিয়ে কোনো ই নাই কিন্তু হলো যেমন আমাগো যে রকম শীত করে ঐডারো মনে করেন পুরা একটু হিট দিতে হয়

প্র: আচ্ছা কি দেন?

উ: কারেন্টে হিট দেই।

প্র: ঐ যে ঐ বোল্ডার দিয়া?

উ: হ হ হ ঐডা দিয়া হলো হিট দেই, তারপর মনে করেন পাতিলে পাতিলে একটু আগুন উঠিয়ে উঠিয়েও আমরা ঐটা

প্র: জায়গায় জায়গায় রাখেন?

উ: জায়গায় জায়গায় রাইখা দিলে ঐটা মনে করেন বাচ্চা কান্দার মধ্যে বসে রাখি ঐটা হিট হয়, ভালো হয়

প্র: তো মুরগি ঐ ঐটার সাথে লাইগা মরে যায় না?

উঃ না না ছোট ছোট বাচ্চা থাকে, বড় হইলে আর দেই না, ছোট ছোট যখন থাকে তখন।

প্রঃ আচ্ছা আচ্ছা

উঃ যখন হলো ঐ শীত করে তখন প্রচুর ঐডারে

প্রঃ তখন এইটা একটা বললেন আর এছাড়া ঔষুধ টৌষুধের ক্ষেত্রে কি কোনো পার্থক্য আছে?

উঃ ঔষুধ ঐ যে ঐ একই নিয়েমে দেই

প্রঃ শীতে গরমে বর্ষাকালে সব সময়ে একই?

উঃ একই নিয়মে দেই

প্রঃ অসুখ কোন সমায়ে বেশি হয়, শীতকালে বর্ষাকালে নাকি?

----------**(১৫:০০ মিনিট সম্পন্ন)**----------

উঃ গরম ঐ যে বর্ষার সিজনে একটু রোগ বালাই বেশি দেখা দেয়। শীতের দিনে পালা আরাম বেশি

প্রঃ শীতের দিনে পালা, শীতের সময় তো শুনি যে বার্ডফ্লু নাকি বেশি হয়?

উঃ না শীতের সময় মুরগি পালা আরাম বেশি, আরাম ক্যামনে মনে করেন, এই যখন রৌদ্রটা উঠছে রোদ্রটা একটু একটু গায়ে লাগবো মুরগি আরো সুস্থ থাকবো।

প্রঃ সুস্থ থাকবে, আচ্ছা আলো বাতাস বেশি পাইলে কি সুস্থ বেশি থাকে নাকি?

উঃ আলো বাতাশ বেশি পাইলে সুস্থ বেশি থাকে মুরগি।

প্রঃ আচ্ছা আচ্ছা

উঃ সবটারে দরকার আছে, বেশি শীতও ভালো না, গরমও ভালো না, বেশি গরমও ভালো না

প্রঃ বেশি গরমও ভালো না, আচ্ছা তো এই যে এই একেক বার যে পোল্ট্রি তোলেন আর নামান হ্যা, এর মধ্যে কিছু ময়লা টয়লা থাকে না

উঃ সব ধুয়ে পরিস্কার করে হালান নাগে।

প্রঃ ময়লাগুলো কি করেন?

উঃ ফালাইয়া দেই এই নদীতে ফালাইয়া দেই।

প্রঃ নদীতে ফেলেন, এগুলো তো ধরেন অনেকে মাছের খাবার হিসেবে ব্যবহার করে

উঃ নেয় নেয় অনেকগুলা অনেকেই নেয়, পুকুরে দেয়

প্রঃ ওনারা কি আগে থেকে বলে যায় যে

উঃ হ বলে যায়

প্রঃ তো আপনারা

উঃ মুরগি বিক্রি হলে তারা পরে নিয়ে যায়গা ওরা

প্র: তারা আইসা পরিস্কার করে দিয়ে যায় এগুলা, আচ্ছা তারপরে এই আর যদি না নেয় তখন এই নদীতে ফেলে?

উ: নদীতে ফেলে

প্র: আচ্ছা এছাড়া

উ: ফালে ঘর টর বাইরাইয়া পানি দিয়া ধুইয়ে তারপরে চুনা মারি।

প্র: আচ্ছা

উ: ব্লিচিং পাউডার দিমু তারপরে তারপরে হলো চুনা দিমু

প্র: চুনা কতদিন পর দেন?

উ: ঐ যে ঐ বাচ্চা উঠার আগেই দিয়া নিমু ধুয়াই পরিস্কার কইরাই চুনা দেয়

প্র: চুনা কি গুইলাই দেন নাকি এরকম গুড়া?

উ: গুইলা।

প্র: গুইলা ঐটা কি মাখায়া দেন?

উ: গুইলা ঝাড়ু দিয়া পরিস্কার করে একবারে দিমু সুন্দর কইরা, তারপর শুকনা হইবো তারপর দুই চার আষ্টদিন পরে ঐ বাচ্চা উঠামু, রেস্টে থাকপো ফারামটা একটু।

প্র: আচ্ছা ফার্মটা একটু রেস্টে রাখতে হয়?

উ: হ

প্র: আচ্ছা এ্যা.. তো এই এ্যা. বাড়ীর যে আন্যান্য ময়লা সেগুলো সাথে ফেলেন নাকি ময়লাগুলো আলাদাই ফেলেন?

উ: আলাদা বাড়ীর ময়লার নগে ফেলান যাইবো না ওগুলা

প্র: আচ্ছা তো ঐ যে কখনো এ রকম হয় না যে অনেক সময় মুরগি এ্যা. একটা দুইটা একটু ঝিমাচ্ছে দেখতেছেন হ্যা, ঐটা জবাই করে খেয়ে ফেলেন না আপনারা?

উ: খাওয়াও হয়

প্র: যদি মনে করেন যে অসুস্থ হইছে তখন কি করেন?

উ: হ ঐটা খাইয়াই ফেলাই বড় হলে পরে আর ছোট হলে ঐটা তো ফেলেই দেই

প্র: আচ্ছা আচ্ছা যদি বড় হয় তাহলে জবাই করে খেয়ে ফেলেন, তো ঐটার ঐ ইয়ে আপনার নারি ভুড়ি বা ওগুলো কি করেন?

উ: ওগুলা নদীতেই ফেলায় দেই

প্র: নদীতেই ফেলায়া দেন

উ: মনে করেন আমাগো বাড়ীর পাশে নদী আছে আমরা সব নদীতেই দেই

প্র: আচ্ছা

উ: আর যাগো বাড়ীর পাশে নদী না আছে তারা মনে করেন এক জাগায় ফালায় রাইখা গেলো

প্র: আচ্ছা

উ: আর হলো ঐটা আবার জবো কইরা দেখুম যে ঐটা কোনো সমস্যা হইছে কিনা, ঐটার আবার না ঐটার ফাইরা আমরা সবকিছু ক্লিয়ার কইরা দেখমু, ভুরি টুরি সব দেখমু

প্র: দেইখা দেখেন কি কোনো সমস্যা

উ: হ রানগুলো ওগুলো সব দেখুম যে কোনো সমস্যা আছে কি না, তার পরে খামু ঐটারে পাক কইরা আমরা

প্র: আচ্ছা সমস্যা বোঝেন কিভাবে?

উ: বুঝি ঐটার মধ্যে হলো বাটার মধ্যে রক্তগুলো জইমা থাকলে ঐটা হলো এক ধরনের রোগ আছে

প্র: কি কিসের মধ্যে?

উ: তার পরে গিলা, ঐ যে ঐ বাটা রান গুলা রানের মধ্যে ঐটা আর যখন গিলার মধ্যে ঐহানে একটা ভিতরে যে গিলা আছে, মাইটা গিলা গুলা, ঐনার মধ্যেও আছে তারপরে দেখাগেলো যে নারিভুড়ি গুলা মোটা হইছে কি না, ওটাও একটা সমস্যা, ঐটা আমরা মুরগিটা ঐটাও চেক দিমু

প্র: চেক দিয়া তারপরে খান

উ: তারপরে খাই ওটারে

প্র: আচ্ছা আচ্ছা

উ: যদি খাওয়া খাওয়ার যোগ্য হয়, তখন খাই, না খাইলেও ঐটারে ফাইরা ঐটারে চেক দিয়া তারপরে ফেলাইয়া দিমু

প্র: আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা তো এই যে এই এ... ঐটার ময়লা টয়লা মানে জবাই করার পর যে ময়লা ওগুলারে সব এখানে ফেলেন বাড়ীর পাশে, আচ্ছা আ.. তো মুরগি যে বললেন যে মরে গেলে ফালায় দেন হ্যা, তো সেই ফালানো মুরগিটা কোথায় ফেলেন?

উ: ঐ যে ওখানে নদী আছে পাশে সেই জায়গায় অনেক দুরে

প্র: আচ্ছা তো এমনি কুকুর টুকুর খায় না, কুকুর বা

উ: কুকুর খায়

প্র: আচ্ছা তো এই যে কুকুর টুকুর যে খায় এখান থেকে কি রোগ টোগ ছড়ানোর কোন সম্ভাবনা আছে আপনার মনে হয়?

উ: না তা মনে হয় না

প্র: তা মনে হয় না, আচ্ছা এই যে এই (অপ্রাসঙ্গিক কথা ১৮:২৬ থেকে ১৮:৩৫)

আচ্ছা তো ধরেন আমরা সবসময় সুস্থ থাকার জন্য, নিজেকে কিছু না কিছু করি হ্যা, তো আপনারা যখন এই যে ফার্মে কাজ করেন, ফার্মে কাজ করার ক্ষেত্রে নিজেরা সাবধানতা অবলম্বনের জন্য বা নিজের মানে কোনো অসুখ বিসুখ যাতে না হয়, তার জন্য নিজেরা কোনো সাবধানতা অবলম্বন করেন?

উ: আছে জুতা পায়ে দিয়ে ভিতরে ঢুকতে হয়, আবার মনে করেন যে পটাশ আছে, পটাশ তো চিনছেনে

প্র: হ্যা হ্যা

উ: ওগুলা দিয়ে পাও ধুইয়া হাত ধুইয়া ধুইয়া ভিতরে যাই

প্র: কিন্তু এইটা তো হয় নাই একটু আগে আপনি ঢুকলেন দেখলাম তো যে আপনি কিছু করেন নাই

উ: আপনারে দেখে হয় নাই তো, ভিতরে পুরাটাই যাই নাই ওখানে কাছে

প্র: কিন্তু ঐটা কি আসলে করা হয় কি না মানে

উ: মুরগির ভিতরে যাওয়া হয় না আর কি ঐ বাচ্চার বগলে যাওয়া হয়, লেয়ার গুলো ওগুলা যেমন পাড়াইতে সময় জুতা পায়ে দিয়ে যাইতে হয়, এগুলা হলো পটাশ দিয়া হাত পাও ধুয়ে গেলেই একটু নিজেগো সচেতন হয়

প্র: কিন্তু এইটা কি আসলে সবসময় করা হয়, মানে আমরা কিন্তু জানি যে সবসময় করতে হয়

উ: আবার যদি ই না করি তাহলে মনে করেন যে টিউবওয়েলে যাইয়া হাত হাত মুখ ধুইয়া নেই

প্র: টিউবওয়েলে গিয়ে হাত মুখ ধুয়ে নেন, ঐটা কি ধরার পরে?

উ: ধরার পরেও যাইয়া ধুই

প্র: আচ্ছা হাত মুখ ধুয়ে নেন

উ: আর জুতা তো সবসময়

প্র: কিভাবে ধোন?

উ: হলো ঐ যে পাউডার আছে সাবান টাবান আছে, ছাই আছে ওগুলা দিয়া ধোয়া হয়

প্র: তো সবসময় কি পাউডার ছাই এগুলো দিয়ে ধোয়া হয়?

উ: হ ওগুলো দিয়ে ধোয়া হয়

প্র: ধরেন আমরা যে রকম জানি যে সব সময় ভাত খাওয়ার আগে সাবান দিয়ে হাত ধুইতে হয়, কিন্তু আমরা কিন্তু সবসময় সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে খাই না, পানি দিয়ে ধুয়ে খাই, তো এক্ষেত্রে আপনার এই যে মুরগির ফার্মে আপনি যে বললেন যে বের হয়ে আপনি হাত মুখ ধোন, তো এইটা কি হয় কি না যে

উ: সব সময় হয়

প্র: সব সময়

উ: এইটা না এইটা পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা থাকা উচিৎ

প্র: কিন্তু সবসময় তো সাবান দিয়ে মনে হয় ধোয়া হয় কি?

----------**(২০:০০ মিনিট সম্পন্ন)**----------

উ: হ ধোয়ায় হয় টিউবয়েলের পার আছে আমাগো সবসময় থাকে

প্র: তো যখন অনেক ব্যস্ত থাকেন তখন?

উ: ব্যস্ত থাকলেও ধুয়ে নেই, যখন কাজ করবি

প্র: ঐটা কি খাবার তৈরি করার আগে গেলে তখন কি সাবান দিয়ে ধোন নাকি সব সময়?

উ: না যখন পোল্ট্রি থেকে বাইরে গেলে ধুয়ে টুয়ে আমরা বাড়ীতে যাই

প্র: আচ্ছা ঐটা কি শুধু পানি দিয়ে?

উ: পানি দিয়ে সাবান দিয়ে হুইল পাউডার দিয়ে, সাবান টাবান আছে ওগুলো দিয়ে ধুয়ে যাই

প্র: আচ্ছা আচ্ছা আর কোনো কিছু ব্যবহার করেন?

উ: না

প্র: এক বললেন জুতা আছে আলাদা, জুতা কি বুট জুতা নাকি স্যান্ডেল?

উ: স্যান্ডেল

প্র: স্যান্ডেল আলাদা স্যান্ডেল, আচ্ছা তো এছাড়া কি আর কোনো কিছু হাতে পরার জন্য বা নাকে বান্ধার জন্য?

উ: না এগুলা আর কিছু পড়ি না।

প্র: তো এই যে হাতে পরার জন্য গ্লোভস্ তারপর নাকে পড়ার জন্য

উ: ওগুলা ওখন আছিলো এখন ব্যবহার করি না

প্র: না ব্যবহার না করার কারনটা কি সেইটাই আমি জানতে চাচ্ছি একটু?

উ: দূর্গন্ধ মনে করেন অনেক রকম রোগ জীবানু আমাদের শরীলে আসতে পারে

প্র: ঐটা না ব্যবহার করার কারন কি?

উ: (হাসি দিয়ে) ওগুলো তো ব্যবহার করিই না, ওগুলা আছে ওগুলা।

প্র: ধরেন আমরা ব্যবহার যদি না করি তাহলে অবশ্যই একটা কারন আছে, যে এইটাতে সুবিধা নাই বা আরাম পাওয়া যায় না, কিছু একটা তো আছে

উ: আরাম পাওয়ার কি মনে করেন দূর্ঘটনা থাইকা তো মানুষেরও মুক্ত থাকন নাগবে, (মনে থাকে না) থাকন নাগবে না, যার যার একটা পরিচ্ছন্ন

প্র: এখন মনে থাকে না আপনি বললেন

উ: হ সব সময় তো ব্যবহার করি না, মনে থাকে না যাইগ্যা খালি

প্র: আচ্ছা কিন্তু এ রকম কি কখনো মনে হয় যে ওগুলো ব্যবহার করে কাজ করতে অসুবিধা হয় এরকম?

উ: না অসুবিধা হয় না, কিন্তু আমরা

প্র: যেমন ধরেন যে অনেক সময় দেখা যায় যে হাতে গ্লোভস্ পরে কাজ করতে গেলে অনেকেই আরাম বোধ করে না

উ: হ্যা

প্র: কাজ আগায় না

উ: হ আগায় না

প্র: তো আপনার ক্ষেত্রে কি এই গ্লোভস্ পরা নাকে এগুলো বান্ধা, এগুলো অসুবিধা মনে হয় কোনো?

উ: মনে করেন আমরা তো কৃষি কাজও করি আমাগে একটু অসুবিধাই হয়, আমাগে তো শুধু একটা কাজ না খালি মুরগি

প্র: আচ্ছা আচ্ছা

উ: অনেক কাজ করোন নাগে না, ক্ষেত খোলার কাজ আছে

প্র: আচ্ছা কমই করছেন আচ্ছা, এমনি খরচের ব্যাপার আছে কিছু ওগুলোর দাম টাম দিয়ে কিনতে হয়, এটা একটা আলাদা খরচ, এজন্য এরকম কোনো কিছু আছে?

উ: খরচ মনে করেন মুরগির কথা- কল্লা এগলা

প্র: না না হাতে গ্লোভস্ ট্রোভস্ এগুলা পড়তে

উ: না না এগুলা কোনোই সমস্যা না

প্র: খরচের জন্য না?

উ: না না খরচের জন্য না ঐযে কইলাম তো কাজ তো আর একটা না, একটা না তো আর অনেক গুলো

প্র: এই যে বললেন যে ব্যবহার করা হয় না, মনে থাকে না হ্যা, তো হাত ধোয়ার ক্ষেত্রে বিষয়টা কি?

উ: হাত ধোয়া হয়, এটা ধোয়া হয়।

প্র: আ

উ: হাত ধোয়া হয়, হাত পা এগুলো ধোয়া পরিস্কার করি, পাও হাত পা ধুবোই সব সময়

প্র: সে ধরেন পানি দিয়ে ধোন নাকি কিভাবে?

উ: পানি দিয়েই ধুই, হুইল পাউডার দিয়ে

প্র: আচ্ছা তো যদি কখনো হাত ধোয়া না হয় হ্যা সাবান দিয়ে, মানে কি কি কারনে সাধারনত আমরা সাবান দিয়ে হাত ধুই না?

উ: আমরা কি কি কারনে ধুই না, যেমন ঐ যে এখন বইয়া রইছি, এখন তো আর ধোয়ার দরকার নাই, তারপরে মনে করেন আমাগো তো গরু বাছুর আছে, আমরা কৃষি মানুষ, যেমন গোবর ফালাইলাম, কি গুড়াটা একটু সরাই দিলাম, গোয়েলটা সরাই দিলাম। তাহলে আমাগো হাত পাও সাবান দিয়ে ধোই, এমনি সব সময় ব্যবহার করি।

প্র: না মানে যেমন ঐ যে আপা যে কথাটা বললো, যে ধরেন গরু বাছুর ধরলে বা গোবর টোবর ধরলে তখন সাবান দিয়ে ধুইতে হয়, আবার কিছু কাজ আছে যেটা করলে ধুইতে হয় না, তাই আমি সেটাই জানতে চাচ্ছি, মুরগির ফার্মে যে কাজ করেন, তারমধ্যে কোন কাজগুলো করলে সাবান দিয়ে হাত ধোন, কোন কাজগুলো করলে ধোন না সাবান দিয়ে, শুধু পানি দিয়ে ধোন?

উ: মনে করেন মুরগির কাজ করলে সব কিছুই ধুয়ে, সবটাই আমরা পানি দিয়ে সবান দিয়ে ব্যবহার করি, সাবান ব্যবহার করান নাগে

প্র: সব কাজেই?

উ: হ্যা ওটা পোল্ট্রিতে আমাগো তো একটা বাচার ই করান নাগবো, খালি তো এই করেন আমাগো তো একটা রোগ জীবানু সবারই আছে দুনিয়ায়

প্র: আচ্ছা একটা জিনিস আমি একটু জানতে চাই, সেটা হচ্ছে যে আমি অন্য অন্য ফার্মে দেখছি যে পুরুষরা যারা ইয়ে করে, তারা সাবান দিয়ে হাত কম ধোয়, আপনারা বেশি ধোয়ার কারন কি, যে বলতেছেন যে সব সময় ধোন?

উ: ধোয়ান নাগে এখন যদি রোগ জীবানু হয়, পুরুষেরা খুব একটা যায় না, পুরুষ ফার্মে আমাগে যেমন দুইটা ফার্ম চালাই আমরা, আমরা মহিলারাই করি, আমরা মহিলারাই বেশি কাজ করি, আমরা সব সময় ধুই

প্র: এ রকম কি কোনো ব্যাপার আছে যে আপনারা রান্না বান্না করেন এজন্য সাবান দিয়ে হাত ধুইতে হয়?

উ: রান্না বান্না করোন নাগে তারপরে মনে করেন এই বাড়ীতে একটা বাসায় একটা লোক আসলে তার তাগো একটু খাবার দাবার রেডি করা লাগে, যেমন বাচ্চা কাচ্চা আছে এগো, পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা রাখোন লাগে, এ কারনে আমাগো সব সময় হাতটা সাবান

দিয়ে ধোয়ান নাগে, যেমন আমার ছেলে ঢাকা থেকে লেখাপড়া করে, হে আইলে তো না ধুইলে ভাতই বাড়বার দিবো না, এহন অভ্যাস আমাগো আমাগো জন্য ছেলে মেয়ের জন্য পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা থাকোন নাগে

প্রঃ থাকতে হয় আচ্ছা

উঃ বুঝছেন আসল কারন হইলো এইটা। আর এরা তো থাকে ইয়েত হাটে বাজারে মনে করেন চকে পাতারে কৃষি কাজ করে, এরা খুব একটা যায়ও না, এরা হাত পাও ধোয়ার প্রয়োজনও পরে না, আর আমাগো তো সবকিছু গোছান নাগে, মনে করেন এই যে এখন পাক করান নাগব, তরকারী কাটান নাগবো, ধোয়ান নাগবো, রান্দন নাগবো, তাহলে আমাগো হাত পাও ধোয়ান নাগবো না, না ধুইলে কি এটা খায়োন যাইবো। সাবান দিয়ে আমাগো সব কাজই করতে হয়, তাহলে এগুলো না করলে আমরা এই খাওয়া যাইবো না জিনিসটা কি খাওয়া যাইবো, একটা জিনিস যদি পাক কার তাহলে, পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা না থাকলে কি খাওযা যাইবো একটা জিনিস

----------(২৫:০০ মিনিট সম্পন্ন)----------

প্রঃ আচ্ছা এই ঘরগুলো যখন পরিস্কার করেন তখন তো আপনি বলছিলেন ইয়ে দেন চুন দেন, তার আগে পরিস্কার করার সময় কি কিছু ব্যবহার করেন?

উঃ ঐ যে গ্লিসারিন পাউডার ব্লিচিং পাউডার না ঐটা ধুয়ে পরিস্কার করে ফালিয়ে দিয়ে তারপরে ব্লিচিং পাউডার দেই, পটাশও দেই

প্রঃ ধোয়ার সময় কি কোনো সাবান গুড়া

উঃ ওগুলো না না ওগুলো দিতে, পরিস্কার করে সব ময়লা আর্বজনা ঐটা ফেলাইয়ে দিয়ে

প্রঃ ঝাড়ু দিয়ে পরিস্কার টরিস্কার করেন?

উঃ হ পরে ফেলায়া দিয়ে আবার হলো মনে করেন ব্লিচিং পাউডার দিয়ে আবার ঐটা ধুতে হয়

প্রঃ আচ্ছা

উঃ তারপরে পটাশও দেই

প্রঃ আর মাঝখানে যে কয়দিন ফার্ম বলেন যে মুরগি তোলেন না কয়দিন রেস্টে রাখেন?

উঃ রেস্টে রাখা হয়

প্রঃ তো ঐটা কি ফার্মটা শুকানোর জন্য ঠিকমত নাকি?

উঃ হু শুকানোর জন্য, ঐটা রেস্টে রাখতে হয় যেমন ঐটার একটা, রেষ্টে রাখলে পরে মুরগিটা আপনের যে কোনো, রোগ বালাই যেমন অনেকটা দুরে থাকে, ঐটা ধুযে টুয়ে পরিস্কার করে রেস্টে রাখতে হইবো, গুম নাগে গুম নাগে, মুরগি যদি ১৫ দিন ফার্মটা যদি রেস্টে দেওয়া হয় তাহলে আর কোনো অসুস্থ কম থাকে, মুরগি সুস্থ থাকে বেশি, রেস্টে রাখতে হয় তাই, পল্টের মধ্যে রেষ্টে রাখন লাগে, এই বাড়ীতে এহন সব জিনিসেরই মনে করেন একটা মানুষের, আমরা যে কাজ বেশি করি আমাগের শরীলটা একটু দূর্বল লাগে না, সব কিছুরই দূর্বল লাগে

প্রঃ সব কিছুই একটু রেস্টে

উঃ রেস্টের দরকার আছে

প্রঃ আচ্ছা এই যে হাস-মুরগি পালার ক্ষেত্রে মুরগি পালার ক্ষেত্রে ঔষুধ খাবার বা বিভিন্ন বিষয়ে তো তথ্য দরকার হয়, না জানলে তো আমরা করতে পারবো না, জানার জানেন গুলো কিভাবে, এই জিনিসগুলো জানেন ক্যামনে?

উঃ এই ভাবটা মনে করেন ঔষুধ হলো পানি হিসাবে আবার ঐ যে ই হলো ঔষুধের মধ্যে লেখা আছে, যে হলো ওগুলার মধ্যে কয় মিলি দেওয়া নাগে ওগুলা লেখা আছে ওগুলো দেখে দেখে কয় লিটারের

প্র: কোন ঔষুধ কখন খাওয়াইতে হবে বা কখন কোন জিনিসটা করতে হবে, কখন কোন কাজ করা দরকার, কত দিনে কোন ঔষুধটা খাওয়াইতে হবে, এগুলো জানেন কোত থেকে?

উ: ওগুলো হলো প্রশিক্ষন দিছে হলো আমার বাড়ীওয়ালাই মনে করেন প্রশিক্ষন নিয়ে আইছে।

প্র: আচ্ছা উনি প্রশিক্ষন নিয়ে তারপরে আপনাকে শিখাইছে

উ: হ

প্র: প্রশিক্ষনটা কোথা থেকে নিছে?

উ: ঐ যে সিও অফিস থেকে নিছে না সিও অফিস নিছে না, প্রশিক্ষন নিয়ে এর আগে শিখাইছে, এই যে মির্জাপুর উপজেলা, উপজেলা ঐ জাগায় হলো সিও অফিস

প্র: কি অফিস সিও অফিস মানে?

উ: ওইটারে কয় সিও অফিস গ্রামের নাম

প্র: সিও অফিস

উ: হ এই যে এই যে মির্জাপুর এই যে উপজেলায়

প্র: পশু সম্পদ অফিস নাকি?

উ: ওখান থাইকায় হলো প্রশিক্ষন নিয়া আইছি

প্র: প্রশিক্ষন নিয়ে আসছে আচ্ছা

উ: ওইখানে ইয়ে হইতো

প্র: তো এই যে এ পশু সম্পদ অফিস থেকে আপনাদেরকে এই ঔষুধ প্রয়োগের ক্ষেত্রে কোনো রকম নির্দেশনা দেয় বা কোনো রকম ই আছে যে বিধি নিষেধ আছে যে এই ভাবে ঔষুধ দিতে হবে, এটা করতে হবে ঐটা করতে হবে?

উ: হ ওগুলা সব শিখায়, সব শিখায় তো, সবই শিখায়

প্র: যারা ট্রেনিং নিয়ে আসছে তাদের শিখায়

উ: হ

প্র: আপনারা তো ট্রেনিং নেন নাই আপনারা কিভাবে শিখছেন?

উ: আমাগো ঐ হলো দেখায়া দেখায়া দিছে পরে, দেখায়া দেখায়া শিখছে পরে ছেলে মেয়েরাও শিখাইছে, এখন আমরা মুরুখো সুরখো যাই থাকি, ওখন হলো ইয়ের মধ্যে কাগজের মধ্যে স্লিপ দেইখা দেইখা পইড়া পইড়া এখন মনে করেন যে সময়তে ব্যবহার করি ঔষধ পানি

প্র: আচ্ছা আচ্ছা এই যে হাস-মুরগির ঔষধ খাবার এগুলো নির্বাচনের ক্ষেত্রে, তো আমি যখন একটা জিনিস বাজার থেকে কিনি, তখন অনেক কিছু আছে বাজারে হ্যা, অনেকগুলো কাপড় আছে, তার মধ্যে থেকে কোনো একটা কাপড় পছন্দ করি, তার তো একটা কারন থাকে, যে হ্যা আমার এই কাপড়টা আমি এই কারনে পছন্দ করছি, এই যে এতো ধরনের ঔষধ খাবার সবকিছু আছে, তার মধ্যে থেকে যে আপনি একটা পছন্দ করতেছেন, পছন্দ করার কারনটা কি, এখন কি কি কারনে কোনটা পছন্দ করবেন?

উ: পছন্দ করি এটা মনে করেন আমার আয় উন্নতি আছে না যেমন ভাল ই পাইতেছি

প্র: আচ্ছা মানে পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে দেখছেন যে এটা ভাল ফল পাই

উঃ ভালো আমি হলো এই হলো ফল পাইতেছি, মনে করেন আমার আয় উন্নতি হইতেছে, প্রত্যেক ব্যাচে মনে করেন যে ১৫০০০/২০০০০/১০০০০ এই রকম করে আমি পাইতে আছি, তাহলে আমার একটা সংসারে একটা মনে করেন একটা চাহিদা পূরণ হলো এটা

প্রঃ কিন্তু ধরেন অনেকগুলো ধরেন কথার কথা, ধরেন একই ঔষুধ ৪-৫ টা কোম্পানীর আছে, আপনি কোন কোম্পানীরটা কিনবেন, এটা ঠিক করেন ক্যামনে?

উঃ আমি হলো এ হলো ই খাওয়াই হলো স্কয়ার কোম্পানীর বেশি খাওয়াই

প্রঃ স্কয়ার কোম্পানীর

উঃ হ

প্রঃ মানে কি স্কয়ার কোম্পানীর টা কেনো খাওয়ান?

উঃ ঐটাই ভালো লাগে আমারটি বেশি, ঐটা আমি হলো কাজ ভাল করে

প্রঃ ঐটা কাজ ভালো হয়?

উঃ হ্যা

প্রঃ এ কাজটা কি এখন এ দিক দিয়ে যাবে নাকি?

উঃ না এ দিকে আর আসবে না, ওটা হলো স্কয়ার কোম্পানীর ঔষুধে আমরা বেশি ব্যবহার করি

প্রঃ আচ্ছা তো একজন একটা ব্যাচে সাকসেসফুলি বা সাফল্যের সাথে একটা পুরা মুরগির ব্যাচ তোলার জন্য হ্যা কোন জিনিসটা বেশি ইম্পর্টেন্ট মনে হয় আপনার কাছে, কোন জিনিসটা বেশি গুরত্বপূর্ন মনে হয়, মানে ধরেন সফলভাবে একটা ব্যাচ পুরা মানে অসুখ বিসুখ ছাড়া সুন্দর ভাবে যাতে লাভবান হওয়া যায়, তার জন্য করার ক্ষেত্রে কোন জিনিসটা বেশি গুরত্বপূর্ন মনে হয়?

উঃ এই হলো আমার মনে করেন যে ঠান্ডার ঔষুধটা খাওয়াইলে ঐটা মনে করেন সবচাইতে গুরত্ব বেশি

প্রঃ গুরত্ব বেশি দেয় ঠান্ডার ঔষুধ

উঃ হ্যা ঠান্ডাটা যদি না লাগে তাহলে মনে করেন মুরগির কোনো অসুখে হবে না ঠান্ডা না লাগে

প্রঃ আচ্ছা ঠান্ডার জন্য কি ঔষুধ খাওয়ান?

উঃ ঐ রে হেডার নাম হইলো সিভ সিভলোসল

প্রঃ সিপ্রসল এইটা কি সিপ্রোসিন গ্রুপের?

উঃ না ওটা হলো ই হলো ই কোম্পানীর আনছি

প্রঃ আচ্ছা আচ্ছা বুঝতে পারছি

উঃ এই এই যে হলো স্কয়ার কোম্পানীর

প্রঃ তো ঠান্ডাটার জন্য কি শীত গরম সব সময়ে কি ঠান্ডার ঔষুধ দিতে হয়?

উঃ হ দেওয়ান নাগে, সবসময় দিতে হয়

প্রঃ ঐটা কি

উঃ ওটা ব্যবহার করতে হয় বাচ্চা আনলে ওটা ব্যবহার করতে হয়

প্রঃ বাচ্চা আনলেই ঐটা ব্যবহার করতে হয়।

----------**(৩০:০০ মিনিট সম্পন্ন)**----------

উঃ হ

প্রঃ আচ্ছা তার মানে ঐটা ঠান্ডা লাগুক বা না লাগুক দিয়ে রাখতে হয়?

উঃ দিয়ে রাখতে হয়, এটা ঠান্ডা যদি না লাগে তাহলে মুরগির কোনো সমস্যাই হইবো না

প্রঃ কোনো সমস্যাই হয় না, আচ্ছা

উঃ কোনো রোগ জীবানু, আমাশা হবো না পাতলা পায়খানা হবো না, কোনো কিচ্ছু হবো না ঠান্ডা না লাগলে, সব সমস্যাই ঐ ঠান্ডাটা সেটাই সমাধান

প্রঃ আচ্ছা তো এই যে এই ধরেন এখানে পশু সম্পদ অফিস আছে হ্যা, নাম শুনছেন এই এখানে একটা পশু সম্পদ অফিস আছে গোড়াইতে?

উঃ গোড়াইতে আছে

প্রঃ ওদের কাছ থেকে আপনারা কি ধরনের সাহায্য সহযোগিতা আশা করেন?

উঃ সব ধরনের সাহায্য আশা করি, আশা তো করি অনেক কিছু, দরকার পড়ে না এখন যাইও না বেশি, তাও যাওয়া হয় মাঝে মধ্যে যাওয়া হয়

প্রঃ তাদের কাছ থেকে

উঃ ভ্যাকসিন আনি আমরা তার কাছ থেকে

প্রঃ তার কাছ থেকে ভ্যাকসিন নিয়ে আসেন

উঃ ভ্যাকসিন আনা হয়

প্রঃ আচ্ছা আর কি ভ্যাকসিনটা কি ফ্রি দেয়?

উঃ না ফ্রি না

প্রঃ তাহলে ঐখান মানে দোকান থেকে না কিনে ওখান থেকে কিনেন কেনো?

উঃ ওখান থেকে কিনি, সবসময় পাওয়া যায় বেশি আর দাম কম দেয় ঐটার

প্রঃ আচ্ছা দাম কম পাওয়া যায় আচ্ছা, আচ্ছা তো এই যে ডিলার, ডিলারের কাছ থেকে যখন বাচ্চা টাচ্চাগুলো আনেন, এগুলো কি ক্যাশ টাকা দিয়ে কিনে নিয়ে আসতে হয় নাকি বাকীতে নিয়ে আসেন?

উঃ ক্যাশ টাকা দিয়েই আনা হয়, নগদ

প্রঃ বাচ্চা ক্যাশ টাকা দিয়ে আনতে হয়, আর ঐ

উঃ খাদ্য হলো গে

প্রঃ খাদ্য টাদ্য ঔষুধ

উঃ না বাকী, ঔষুধ হলো নগদে আইনা খাওয়াইতে হয়, আর যদি হলো এই খাবারটা না ঐটা আমি বাকী খাওয়াইতে পারি নগদও আমার ক্যাশ বুইঝা।

প্রঃ কিন্তু সাধারনত কোনটা করেন?

উঃ সাধারনত বাকীই বেশি আনা হয়

প্রঃ আচ্ছা তো এই যে বাকীতে যে আনেন হ্যা, তো ধরেন আপনি কথার কথা, আপনি যদি আমার কাছ থেকে বাকীতে কোনো জিনিস কেনেন, আমিতো আমার সুবিধা ছাড়া তো আপনারে বাকীতে দিবো না

উঃ না না আছে কিছুটা রাখে

প্রঃ তো এই ওনাদের সাথে এই যে বাকীতে যান, ওনাদের সুবিধাটা কি লাভটা কি, আপনাকে বাকীতে দিয়ে তার লাভটা কি?

উঃ লাভ হলো আছে বস্তা প্রতি হলো টাকা নেয় বেশি

প্রঃ কত টাকা বেশি নেয়?

উঃ ২০ টাকা করে বেশি নিবো

প্রঃ বস্তা প্রতি দাম বেশি নেয়, যেহেতু সে বাকীতে দিচ্ছে

উঃ হ বাকীত দিছে ঐডা হলো বেশি নিয়ে ঐডার তারো তো একটা ইয়া আছে, আমার একটা মাস আমার জিনিসটা খাটি ফেলছে, যেমন এক লক্ষ টাকার জিনিস আমি খাওয়াই ফেলছি, এ ৫০০ বস্তা ই করমু, মনে করেন আমার এক লক্ষ টাকা খরচা হব।

প্রঃ এক লাখ টাকার খাবার খাওয়ান

উঃ খাবার খাওয়াইতে হবো, তাহলে হে তো কিছুটা হলো রাখবেই, ডিলারের ব্যবসা করে হে তো কিছু রাখবোই

প্রঃ আচ্ছা তো এ ডিলার ডিলার কি এরকম কোনো শর্ত দেয়, কোনো শর্ত দেয় আপনাদেরকে যে যেহেতু তুমি বাকীতে এটা নিচ্ছো তাহলে এই শর্তগুলো মানতে হবে?

উঃ না না তা কোনো ই নাই

প্রঃ যেমন দেখি অনেকের ইয়ে থাকে যে ঐখান থেকে আবার বিক্রি করতে হয় মুরগিটা তাদের কাছে, তো আপনারা কিভাবে করেন?

উঃ হেইতিই বেইচা দিবো সবকিছু, রেট হলো বাচ্চার যে রেট হলো, বেচার যে রেট হলো, পাইকারী রেটও দিছে, সবকিছু হেই কইরা দেয়

প্রঃ আর সেটা কি এই যে খাবার বাকী নেন এই জন্য কি শর্ত সাপেক্ষে এটাই করেন?

উঃ না না না তা না আমি বাইরে বেচলেও সমস্যা নাই

প্রঃ আপনি বাইরে চাইলে বেচতে পারেন?

উঃ হ আর হেরা বেইচা দিলে আমার একটু সুবিধা হয়

প্রঃ সুবিধাটা কি?

উঃ খালি ভ্যান আসলো আমি হলো মাইপা টাইপা পোল্ট্রিত থাইকা হলো দিয়া দিমু, আমার সুবিধা হলো ঐটুকুই

প্রঃ মাপেন কি একটা একটা করে নাকি?

উঃ না না ১০ টা অথবা ৫ টা করে পিছ এক লগে দিয়া তারপরে মাইপা দেই

প্রঃ আচ্ছা তারপরে মাপেন, মেপে তারপরে দিয়ে দেন, তারপরে ওনারা বিক্রি করে দেয়?

উঃ হ আমরা খালি স্লিপ দিয়ে দেয়, স্লিপ দেইখা দেইখা মুরগি দিয়ে দেই

প্রঃ আচ্ছা তো এই যে ধরেন বাজারে আপনি আলাদা বিক্রি করলে বা ওনাদের কাছে বিক্রি করলে কোনো পার্থক্য হয়, দামের?

উঃ না ঐ একই পায় পাইকারী রেট একটাই পায়

প্রঃ পাইকারী রেট একটাই?

উঃ একটাই

প্রঃ সেটা দোকানে বেচলেও আপনি যা পান এখানে বেচলেও তাই

উঃ হ বাইরে বেচলেও যেমন আর হে বেইচা যে রেট দিবো আর আমি যদি বিক্রি করি তাও ঐ একই রেট

প্রঃ তো নিজে বেচা আর ওনার কাছে বেচা এই দুটার মধ্যে পার্থক্য কি, সুবিধা কোনটাতে বেশি?

উঃ সুবিধা যেমন হে বেইচা দিলো দাম টাম সবকিছু হেই করে দিলো তাহলে মনে করেন আমি খালি মুরগিটি বেইচা দি, ই হলো মাইপা দিলাম আমার আর কোনো ঝামেলা হলো না, মনে করেন এই মুরগি তো অনেক জায়গায় যাইবো, খালি তো আর তো দেওহাটার বাজারেই থাকপো না মির্জাপুর জায়গা। সুবিধা কোনটুকু আমি আপনারে কই, যেমন আপনি হেই যদি মুরগি বেচে আমারে আমি দোকানদার, আমার কাছে মুরগিটা দিলো, তাহরে আপনি আমার কাছে টাকা পাইবেন না, ঐ টাকাটা যেমন হেতি উঠাইবো আর ঐটা আমরা বিক্রি কইরা যদি উঠাবার যাই, ঐটা সময় লাগবো বা

প্রঃ ঘুরাইবো

উঃ হ হ অনেকদিন ঘুরায় হলো, দীর্ঘদিন রাখে, আর হের কাছে গেলে মনে করেন ২ দিনে বা ৩ দিন পরে আমার টাকাটা আইসা পরে।

প্রঃ আচ্ছা তো এই যে কাশেমের সাথে যে আপনার জিনিসপত্র কেনা কাশেম ভাইয়ের কাছ থেকে হ্যা, এটা কি সবসময় কাশেম ভাইয়ের কাছ থেকে কেনেন নাকি বিভিন্ন জনের কাছ থেকে কেনেন?

উঃ না হের কাছেই সবকিছু

প্রঃ কত বছর ধরে ঐখান থেকে?

উঃ প্রায় ২০ বছর ধরে আমরা হের লগে আছি

প্রঃ ২০ বছর ধরে একই জনের সাথে ব্যবসা?

উঃ হ

প্রঃ তো ওনার সাথে যে আপনার সম্পর্কটা, এই সম্পর্কটা কেমন?

উঃ ভালোই

প্রঃ মানে ভালো, কি রকম ভালো?

উঃ হে মনে করেন অনেক সুযোগ সুবিধাও দেয়, যদি আমার একটা হইলো মনে করেন যে বাচ্চা কোনো ভাবে আমার যদি হল অসুবিধা হলো টেকা পয়সা দিয়া হলো চালাইতে হলো হে চালায়, সে আমারে সহযোগীতা করে

প্র: এই যে সহযোগীতা করে, ধরেন আমি আপনাকে সহযোগীতা করবো টাকা পয়সা দিয়ে, আমি তো আমার নিজের লাভ ছাড়া আপনাকে সহযোগীতা করবো না

উ: না তখন ঐটায় লাভ নিবো না

প্র: না মানে আমি বলতেছি যে অবশ্যই তো সেখানে তার কোনো না কোনো একটা বেনিফিট থাকবে, বেনিফিট ছাড়া তো কেউ কিছু করে না

উ: বেনিফিট মনে করেন যে ঐ খাদ্যর মধ্যেই আছে, ঐটা নিবো

প্র: আচ্ছা মানে সে আপনার কাছে যাতে খাবারটা বিক্রি করতে পারে রেগুলার এই জন্য, আপনার ফার্মটা চালু থাকুক এই জন্য সে এই জিনিসটা চায়?

উ: হের একটা ই আছে

প্র: আচ্ছা তো সব সময় কি খাদ্যটা বাকীতেই কেনা হয়

----------**(৩৫:০০ মিনিট সম্পন্ন)**----------

উ: না আছে কিছু নগদ দেই, সব সময় যদি যেটি হলো নগদ না দিতে পারি সেটি হলো মনে করেন যে বাকী আনি

প্র: আচ্ছা যেটা নগদ দিতে পারেন না সেটা বাকী

উ: হ হ

প্র: তো এই যে মুরগি যখন বিক্রি করে দেন ওনার কাছে তখন কি উনি ওনার টাকাটা রাখে, রেখে তারপর বাকীটা

উ: রাইখা আরডি যেটি আমার চালান ঐটা আবার আমারে দিয়ে দেয়

প্র: আচ্ছা আচ্ছা মানে ওনার বাকী বাবদ যত টাকা সেটা কেটে উনি দেয়

উ: খাদ্যর বাবদ যেটি পাইবো ঐটা রেখে তারপর আমারে ক্যাশ দিয়ে দিবো, ক্যাশ দিয়ে দেয় আবার মনে করেন, যখন বাচ্চা আমার দরকার হইবো তখন আমি বুকিং দিবো, তখন আবার আমারে বাচ্চা আইনা দিব।

প্র: আচ্ছা তো এই ইয়ে গুলা আপনার ডিলারগুলা যারা, ডিলাররা কি বাকীতে বিক্রি করতে বেশি ইন্টারেস্টেড থাকে নাকি ক্যাশে নগদে?

উ: নগদেই মনে হয় বেশি ইন্টারেষ্ট

প্র: নগদ নগদে বিক্রি করতে ইন্টারেস্ট। তো এই যে ডিলারের সাথে আপনার সম্পর্ক এইটা আপনি কিভাবে দেখেন?

উ: ভালো ভাবেই দেখি, ভালো

প্র: মানে ভালো মানে কি, আপনার জন্য সে কি সুবিধা করে বা

উ: সব সুবিধাই

প্র: বা কোনো অসুবিধা থাকলে সেটাও বলেন?

উ: সব সুবিধা, সুযোগ সুবিধা আমারে দেয়, মনে করেন সব সুবিধাই। সুবিধা কেমন, অহন আমরা হলো তেমন ই নেই, আমাগো সুবিধা এই এহন বাকীও খাইবার নইছি। এখন আমার ৫০০ টাকার দরকার হলো কি, ২০০০ টাকার দরকার হলো কি, ৫০০০ টাকার দরকার হলো, বাচ্চাও যদি আমার হলো বাকী চায় মনে করেন তাও দেয় আইনা।

প্র: আচ্ছা বাচ্চা বাকীতে আনলে কি বিক্রির ক্ষেত্রে এটা বাধ্য বাধকতা

উ: তারপরে হলো এক মাস পরেও বাচ্চা বিক্রি করে আমার কাছ থেকে টাকা নেয়, তাহলে আমার একটা সুবিধা হইলো না

প্র: আচ্ছা আচ্ছা

উ: আর লাভের যদি বাচ্চা বিক্রি কইরা হের চালান হে নিয়ে যাইবো গা, আর লাভ যেটি থাকপো আমারে থাকপো

প্র: আচ্ছা এখন কথার কথা, বাকীতে বাচ্চা নিয়ে আসলেন বাকীতে সব খাবার টাবার নিয়ে আসলেন, কোনো আল্লাহ না করুক কোনো ভাবে যদি আপনার লস্ হয় এ ব্যাচে তখন উনি কিভাবে ই করবে?

উ: তাও হলো মনে করেন, শেয়ার করবো, শেয়ার করে মনে করেন হে বাচ্চা আবারো দিবো, আবার দিয়া বাচ্চা ঐ লাভ হলে পরে তারপর যদি হয়, ঐ আস্তে আস্তে সে আমার কাছ থেকে কাইটা নিবে

প্র: আস্তে আস্তে নেয়

উ: হ

প্র: আচ্ছা আচ্ছা

উ: হের সুযোগ সুবিধা আছে আমার হের লগে, মনে করেন লেন দেনের বেলায় অনেকটা সুযোগ সুবিধা আছে

প্র: তো এক্ষেত্রে কি আপনি অনেক নির্ভরশীল থাকেন তার উপরে, যে অনেক বেশি তার উপর নির্ভর করেন?

উ: নির্ভর হে মনে করেন হলো স্বচ্ছল কোনো ই নাই গ্যান্জামের লোক না

প্র: গ্যান্জামের লোক না?

উ: না

প্র: লোক ভালো

উ: লোক ভালো

প্র: আচ্ছা আচ্ছা তো মানে তার সাথে লেনদেন ভালো দেখে আপনি তার সাথে করেন নাকি?

উ: না তার পরেও ওনো অনেক লোকে মনে করেন তার চাল চলন গ্রামের সবাই দেশের বাজারে যে থাকে সব লোকেই তারে চিনে, তার মনে করেন ব্যবহার সব দিক দিয়েই ভালো

প্র: ভালো

উ: সব দিকেই ভালো, সব কিছুতেই খালি মনে করেন আমি একা কইলেই হবে না, মনে করেন সবার লগেই হে ভাল ব্যবহার

প্র: সব কিছুতেই ভালো

উ: সে একটা মেম্বর (হাসি দিয়ে)

প্র: আচ্ছা মেম্বার এখানে

উ: ঐ গ্রামের হলো ঐ যে জুগুরগো পাড় হলো মেম্বর হে

প্র: আচ্ছা আচ্ছা আর একটা জিনিস আমাকে একটু বলেন যে আপনি এই যে ধরেন আমরা তো কোনো কিছু যখন পালি তখন আমাদের অনেক সময় ডিসিশন নিতে হয়, অনেক সিদ্ধান্ত নিতে হয় না?

উ: হু

প্র: তো সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে হ্যা এই ওনাদের কোনো ভূমিকা আছে কি না, যে আপনি সিদ্ধান্তটা নিচ্ছেন আপনাকে কোনো ভাবে বলা বা বুঝানো বা এরকম?

উ: না না তা হে কিছু কইবো না আমাদের সিদ্ধান্তই মনে করেন আমরা ই করি

প্র: আপনাদের সিদ্ধান্তই আপনারা নেন?

উ: হ

প্র: কিন্তু ঐ যে কখন কি ঔষুধ খাওয়াবেন না খাওয়াবেন এগুলো তো ওনার কাছ থেকে শুনতে হয়?

উ: ওনারটাও শোনা হয় নিজের নিজেগো সিদ্ধান্ত, নিজের এখন অভিজ্ঞতা হয়ে গেছে গা, মনে করেন যখন হের কাছে জিজ্ঞসা করা হয়, যদি হের কাছে না থাকে তাখন আমরা মির্জাপুর কালিয়াকৈর থাইকা ঐটা আইনা চালাই, মনে করেন আমরা বহু বছর ধইরা করবার নইছি অহন আমাগো অভিজ্ঞতা হইছে।

প্র: নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকে, আচ্ছা

উ: অভিজ্ঞতা থেকে নিজেরাই করি

প্র: আচ্ছা তো এই যে এন্টিবায়োটিক ঔষুধ যে খাওয়ান, এন্টিবায়োটিক খাওয়ানোর ক্ষেত্রে কি ঐ ইয়েদের ডিলাররা কোনো ভাবে আপনাদেরকে বলে যে এই এন্টিবায়োটিক খাওয়াও এটা খাওয়াইলে ভালো, এটা খাওয়াইলে বাড়বে, এরকম বুদ্ধি পরামর্শ দেয়?

উ: দেয় সুস্থ ভাল সময়তে বলে দেয় যে এইটা খাওয়াইলে ভালে হবে

প্র: মানে সেটা কি, মানে কি ধরনের, একটু বলবেন আামাকে?

উ: ওটা তো ভিটামিন, অনেকটা খাওয়াইলে পরে মনে করেন ওজন বাড়বো, বাচ্চারা বলবত হবে, বড় সরো মোটাতাজা হবে

প্র: আচ্ছা তাড়াতাড়ি যাতে বাড়ে সেজন্য কি খাওয়াতে হবে সেটা বলে দেয়?

উ: হ বলে দেয়

প্র: তো এন্টিবায়োটিক খাওয়ানোর ক্ষেত্রেও কি সেটা বলে?

উ: না ওটা হলো আমরা মনে করেন যে আমরা ওটা শুরু থেকেই খাওয়াইতেছি, মনে করেন এন্টিবায়োটিক খাওয়ান হলো মুরগির সুস্থতার নাইগা, আর ভিটামিন খাওয়াই হলো মুরগি তরু তাজা হইবার নাইগা।

প্র: মানে বাড়ার জন্য।

উ: বাড়ার জন্য আর ওজন আহার নাইগা, অহন কি আপনাগো কাজ হইছে

প্র: এই তো আর একটু, আচ্ছা এই এন্টিবায়োটিক সম্পর্কে আপনি কি জানেন?

উ: এন্টিবায়োটিক মনে করেন যে ভিটামিন ওটা তো ভিটামিন ঐটা খাওয়াইলে মনে করেন যে অনেকটা বাচ্চা বড়

প্র: এন্টিবায়োটিক আর ভিটামিন কি এক জিনিস?

উ: না এক জিনিস না, তাও এন্টিবায়োটিক আলাদা ভিটামিন আলাদা, ঐটা ভিটামিন থাকলেও ঐটার চায়া ই বেশি মান বেশি

প্র: আচ্ছা এন্টিবায়োটিক, কি বেশি

উ: মান বেশি ভিটামিনে

প্র: আচ্ছা ভিটামিনের থেকে এন্টিবায়োটিক ভালো?

উ: হু এন্টিবায়োটিক ভালে মুরগির সুস্থ, এন্টিবায়োটিকে খাওয়াই আমি মুরগিরে বেশি

প্র: এন্টিবায়োটিকে বেশি খাওয়ান, আচ্ছা

উ: ঐটা খাওয়াইলে ঐটা খাওয়াইমু আর

----------(৪০:০০ মিনিট সম্পন্ন)----------

সিভলসল ঠান্ডা আমার এই দুইটা ঔষুধই আমার হলো গুরত্বপূর্ন বেশি

প্র: আচ্ছা মানে

উ: এই দুইটা খাওয়াইলে আমার মুরগি সবসময়ই সুস্থ

প্র: আচ্ছা মানে এন্টিবায়োটিক খাওয়ালে মুরগি সবসময় সুস্থ থাকে?

উ: হ্যা

প্র: আচ্ছা এন্টিবায়োটিক খাওয়ানোর সুবিধাগুলো একটা বললেন সুস্থ থাকে, আর কি কি, ওজন বাড়ার ক্ষেত্রে এন্টিবায়োটিকের কোনো ভূমিকা আছে?

উ: আর কোনো আমি কিছুই খাওয়াইনা, সুবিধা আছে মনে করেন ঔষুধ বলতেই সবকিছু অনেক প্রকারের ই আছে, আমরা এত্তগুলো খাওয়াইনা, অসুস্থ হয়ও না, আমার ওজন ঠিকমত আছেই

প্র: হু হু

উ: মনে করেন যে ভুসি পাল্টে পাল্টে দিতাছেন, অসুস্থ তো হওয়ার সুযোগে নাই, বেশি মূলে হলো ভুসি পাল্টালে মুরগি সুস্থ থাকে

প্র: সুস্থ থাকবে আচ্ছা, তো এন্টিবায়োটিক ব্যবহারের কোনো অসুবিধা আছে?

উ: না কোনো সমস্যাই নাই

প্র: এন্টিবায়োটিকের কোনো ক্ষতিকর দিক বা কোনো খারাপ কিছু আছে?

উ: না কোনো কিছু খারাপ পাই নাই আজো পর্যন্ত মনে করেন ওটার কোনো এ

প্র: আচ্ছা আচ্ছা তো মানুষের ক্ষেত্রেও তো এন্টিবায়োটিক ব্যবহার হয়, ধরেন আমরা যখন অসুস্থ হই, তখন এন্টিবায়োটিক ঔষুধ খাই না, তা আপনি কখনো খাইছেন এন্টিবায়োটিক ঔষুধ?

উ: না আমি তো খাই নাই

প্র: আচ্ছা আপনি খাইছেন কখনো?

উ: আমি ঔষুধ খাই, আমার অসুস্থই আমি ডাইবেটিসের ঔষুধ খাই

প্র: আচ্ছা এই যে মুরগি যে পালতেছেন, মুরগি পালার ক্ষেত্রে হ্যা, এই কখনো কি এ রকম মনে হইছে, কোনো অসুখ বিসুখ হইছে, যেটা মুরগি পালার কারনে হইছে বলে মনে হয়?

উ: না না

প্র: এরকম কোনো

উ: মুরগি পালার কারনে কোনো অসুস্থ না, আমার কোনো অসুস্থ নাই, সুস্থই আছি আল্লাহর রহমতে (হাসি দিয়ে)

প্র: আলহামদুলিল্লাহ, তো ঠিক আছে এগুলো, আচ্ছা তো ঠিক আছে, অনেক ধন্যবাদ, আপনার এই (অন্য কথা) আর একটা জিনিস এই যে আপনারা যে পোল্ট্রি ব্যবসা থেকে মাসে অনুমানিক কত টাকা ইনকাম থাকে, একটা ব্যাচ নামাইলে আনুমানিক গড় পত্তা কত থাকে?

উ: মনে করেন মুরগির বাজার যদি চড়া থাকে, বার থেকে পনের হাজার টাকা নিম্নে হলো প্রতি ব্যাচে ৫০০ মুরগি তো থাকে

প্র: ৫০০ মুরগিতে আচ্ছা

উ: বেশিও থাকে চড়া, আবার মনে করেন যদি দামটা একটু বেশি পাইয়া গেলাম গা, ৩৫ টাকা/৩০ টাকা/৪০ টাকা আমরা যদি হলো পাইকারী রেটটা দিতে পারি, তাহলে মনে করেন যে আমাগো বিশ হাজার টাকা হয়, এখন ওটা হলো বেচার আর আর্থিক অবস্থা, হলো কাচা বাজার এই নামা এই আবার চড়া

প্র: এই যে আপনি যে পোল্ট্রিতে এত কষ্ট করতেছেন হ্যা, তো ধরেন আপনার স্বামীর থেকে তো আপনি সময় বেশি দিচ্ছেন, আপনার লাভটা কি?

উ: আমাগো লাভ ছেলে মেয়েরা লেখা পড়া নাগেনা

প্র: কিন্তু আপনি কি এখান থেকে কোনো টাকা পয়সা সেভ করে নিজে রাখতে পারেন নাকি?

উ: খালি পোলা ছেলে মেয়ের পাছেই খরচা করি, মনে করেন যে খরচা এখন ছেলে মেয়ের পাছেই করতেছি, মনে করেন কি এই যে আমার একটা ছেলে পড়ে, বড় ছেলে আমার ইন্টারে পড়তেছে, আবার হলো যে প্রাণ কোম্পানীর ডিলার আইনা দিছি, ব্যবসাও করে

প্র: কিসের প্রাণ কোম্পানীর কি বেচে?

উ: প্রাণ কোম্পানীর ঐ যে পানি জুস তারপরে হলো আরসি এগুলা, তারপরে ডাল ভাজা অনেক কিছুই, আইটেম আছে অনেক ৫০ টা আইটেম আছে, আর ছোটটা এই যে এবার এস এসসি পরীক্ষা দিবো

প্র: তার মানে ঐ আপনি এখান থেকে যে লাভ হচ্ছে ছেলে মেয়ের ছেলের পিছনে খরচ করেন?

উ: হ দুই ছেলের পাছেই লাগে, ওহনকা মনে করেন ছেলে মেয়ের লেখা পড়াইবার গেলে অনেক পয়সা রাখান লাগে, যেমন এই যে আমার ছেলেটা

প্র: আর এই যে পুরা বছরে কয়টা ব্যাচ তোলেন আপনি?

উ: মেলা দেওয়ান যায়, ৮ টা

প্র: বছরে তো ১২ মাস

উ: ৮ টার মতো দেওয়ান যায়, ঐ যে রেস্টে রাখতে হয় ১৫ দিন, ইয়া করে ঐটারে বাদ দিতে হইবো না, আমাগো বাচ্চা কাচ্চার মধ্যে সব টাকা যায় গা, ৮ টা অথবা ১০ টার মতো আপনার এটা, ই কইছে আমাগো হাজভেন্ট কইছে পরিশ্রম আমরা করি ক্যা, ছেলে মেয়ের নাইগা, আমরা পরিশ্রম বেশি করি, বেশি করি ক্যারে ছেলে মেয়ে গোনা যদি একটু আমরা তো মুরুখো রইলামই, ছেলে মেয়েরে যদি একটু শিক্ষিত বানায়েরি, আমার ছেলেটারে আপনারা দোয়া করেন, এই বৎসর এলএলবি শেষ দিবো, হাই কোর্টের এলএলবি শেষ হয়ে গেছে গা, আর ৫-৭ মাস আছে, বের হয়ে আসপো, তারপরে হলো নিয়ত নিছি আমি বাইরে যামু, বাইরে নিয়ে আমি বাইরে থেকে ডিগ্রি আনুম, অখন খালি

প্র: ইনশাআল্লাহ

উঃ টেকা পয়সার দরকার অনেক, ঢাকা থেকে পড়াইলে অনেক টাকা লাগে, ২০০০০ করে টাকাও পারা যায় না

প্রঃ ঠিক আছে অনেক ধন্যবাদ আপনাকে

সর্বমোট০০:৪৩:৪৭

_____X_____